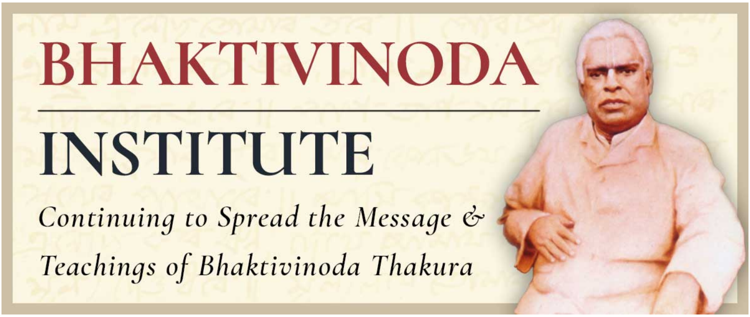

Distributed by: The Bhaktivinoda Institute

Website: www.bhaktivinodainstitute.org

Title: Tattva Viveka

Published: 1893

Author: Bhaktivinoda Thakura

Description: Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura wrote Tattva Viveka in 1893. This work, comprised of 48 Sanskrit ślokas and a detailed Bengali commentary, deals with various philosophies and religions, both eastern and western, and compares them to the precepts of the great Vaiṣṇava ācāryas.

তত্ত্ববিবেক

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কলিকাতা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

তত্ত্ববিবেক

(খণ্ডিত)

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিবৃত

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ
সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীধর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭

ভিক্ষা—৷৷০

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক

শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ মহোদয়-কর্ত্তৃক

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্য মঠ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা

২৪৩।২, অপার সার্কুলার রোড্স্থ, দি গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্ হইতে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ
কোঽন্বয়ো ধ্রুবম্।
আত্মানং নিবৃতো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥২॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয়-জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে পরিমাণে পক্বতা লাভ

করে, বিষয়-গুণসকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে স্বীয় দাস্যে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেই সকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন। এই জড় জগতের ভোক্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্।
স্বস্বরূপস্থিতো হ্যাত্মা দদাতি যুক্তমুত্তরম্ ॥৩॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্ম-মীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেণি ও ইটালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism) স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানা-প্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপন পূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার

অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন না প্রদান করেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সে জগৎ তাঁহার সিদ্ধ আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়া-প্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাস-রূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন।" চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও

[redacted]

পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মত-সমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। আত্মা যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলেও বিজ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এ স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতিবৈচিত্র্য স্বীকার করে না? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমুদয়ই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যানুগত, অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্বেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গ-ক্রমে জড়াশ্রয়ী যুক্তিরূপে চিত্রমত প্রকাশ করে। স্বরূপা-বস্থিতিক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিত্র উত্তর-মধ্যে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে

যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার সদসদ্ভেদক দর্শনবৃত্তি অন্বয়রূপে জড়ধর্ম্মপোষক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়-সত্ত্বানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মবাদস্থাপক বিকারবিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্যবিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলনরূপ যে শুদ্ধ জ্ঞান-কর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়তাবশতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না॥ ৩॥

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে॥ ৪॥

চিত্রমত বহুবিধ। যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্রমতসমূহের দিগ্দর্শন পূর্ব্বক শেষে যুক্তমত বিচার করিব॥ ৪॥

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্॥ ৫॥
সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা॥ ৬॥
সংযোগাজ্জড়তত্ত্বানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোঽয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি॥ ৭॥

বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্ঞানলক্ষণা॥ ৮॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এই মত দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ, (২) জড়নির্ব্বাণবাদ। এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিল না। ঈশজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই—নিত্যা। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয় ধূর্ত্তগণের কল্পনামাত্র, কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐ ধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্মজন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি

আত্মার পক্ষে অসম্ভব; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার জড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না। অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া স্থির করেন, অপর শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্ম্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সঙ্গ ও কর্ম্মদোষে এই প্রকার বিশ্বাস মানব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী কুত্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু

(Yangchoo), গ্রীক্‌দেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলাস (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান হলবাক (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম্ম যলা যায়।

অধুনাতন যে সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহ-করণাভিপ্রায়ে একপ্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিশেষে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের ডিমক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল তদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্য-বস্তুসমূহের ও আন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ।

তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণুবাদ হইতে হইতে কএক বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত। গ্রীক্‌দেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte) নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কম্‌টী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ সালে পঞ্চত্ব লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি 'স্থিরবাদ' (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানসপ্রতীতি সমুদয়ই জড়প্রতীতি-

বিশেষ। অবশেষ কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎকর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানস-প্রতীতি-সমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ফল, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বর-চিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ক-কাল বলিয়া স্থির করা উচিত। হিতাহিত-বিচারের অনুগতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানবসকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনাক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্ত্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তির পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্য্যাধার (Supreme Medium), মানব-প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা (Snpreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী স্ত্রীমূর্ত্তিতে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে একত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যনিষ্ঠ চিন্তাদ্বারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপ ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন

ফলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড-দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কম্‌টির সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ-বাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসার-বাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্‌থ্যাম (Bentham) কোম (Combe), প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্ত্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত-সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ত' ঐসকল অমূলক মতকে দৃষ্টিমাত্রে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তিও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐ সকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে

সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটী অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘব-করণ-চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড় স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অযুক্ত। কার্য্য-কারণই স্থূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ। চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া গুণকে বস্তুকর্ত্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof Ferris) এ বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof. Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন

যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদি-কাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি জড়কে নিত্য বলিয়া স্থির করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুকনর (Buchner) ও মালেস্কাট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কম্‌টী (Comte) লিখিয়াছেন ;—জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা কেবল বাল-পরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ। তিনি এরূপ পরামর্শে স্বাভাবিক অনুসন্ধানবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কম্‌টীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানব-বুদ্ধির লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ জড় হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভূ মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যসহকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ঐসকল বৃত্তির বিষয়-সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থিত হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগা মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহাদের চিৎসুখ নাই। আশা ভরসা নিতান্ত অল্প। জড় নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ৪-৮ ॥

কর্ত্তব্যো লৌকিকো ধর্ম্মঃ পাপানাং বিরতির্যতঃ।
বিদ্বদ্ভির্লক্ষিতো নিত্যো স্বভাববিহিতো বিধিঃ ॥
পুষ্টানুপুষ্টরূপেণ জিজ্ঞাস্যো স সুখাপ্তয়ে।
জীবনে যৎ সুখং তত্তু জীবনস্য প্রয়োজনম্ ॥ ১০ ॥
জীবনে যৎ কৃতং কর্ম্ম জীবনান্তে তদেব হি।
জগতামন্যজীবানাং সম্বন্ধে ফলদং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ন কর্ম্ম নাশমায়াতি যদা বা যেন বা কৃতম্।
অপূর্ব্বশক্তিরূপেণ কুরুতে সর্ব্বমুন্নতম্ ॥ ১২ ॥

জড়বাদিদিগের লৌকিক আচরণ সম্প্রতি আলোচিত হইবে। তাঁহারা বলেন যে, যদিও ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই,

ও পরলোক নাই, তথাপি মানবগণের ধর্ম্মাচরণ করা প্রয়োজন। সাধারণের সুখ যে কার্য্য দ্বারা সাধিত হয়, তাহাকে 'পুণ্য' ও সাধারণের অমঙ্গল যদ্দ্বারা আশঙ্কা করা যায়, তাহাকে 'পাপ' বলা যায়। স্বার্থসুখ নিঃস্বার্থসুখের অনুগত থাকাই প্রয়োজন। অতএব লৌকিক ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মাচরণ করিলে পাপ ও তৎফল যে ক্লেশ, তাহা দূর হইবে। স্বভাব সর্ব্বত্র বিধিময়, অতএব স্বভাবজাত সংসারও বিধিময়। সেই সকল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহী বিধি পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জীবনের যে ধর্ম্মসুখ, তাহাই জীবনের প্রয়োজন-তত্ত্ব। সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাববিহিত সাংসারিক বিধির অনুসন্ধান ও পালন করা কর্ত্তব্য। যদি বল, মৃত্যুর পর আর আমার অবস্থিতি নাই, তখন নিজের অসীম সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনই বা ধর্ম্মাচরণ করিব? তাহার উত্তর এই যে, তোমার জীবনে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলেও ফলপ্রদানে অযোগ্য নয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম তোমার জীবনান্তেও জগতের অন্যান্য জীবসম্বন্ধে ফলপ্রদ হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক যদি তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফল তাহারা ও অন্যান্য লোকসকল অবশ্যই ভোগ করিবে। তুমি ধনোপার্জ্জন করিয়া যদি বিদ্যালয়, পান্থ-

নিবাস, পথ ও ঘাটাদি প্রস্তুত কর, তবে বহুকাল অন্য জীবসকল তোমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। যদি বল যে, কর্ম্মফলও শীঘ্র বিনষ্ট হইবে, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন, সে কর্ম্ম কদাপি নাশ হয় না। কর্ম্ম পরিপাক হইয়া একটী অপূর্ব্ব শক্তির উদয় করে। সেই শক্তি ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হইয়া এই অনন্ত জগৎকে উন্নত করিতে থাকে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা তোমার নিঃস্বার্থ লাভ হইতেছে।

জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল। যে ধর্ম্মে পরলোকের আশা বা ভয় নাই, সে ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালিত হইবে না। স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী। আদৌ নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর (Mirabond) নামে ভন্ হলবাক্ (Von Holbach) যে 'সিস্টেম্ অব্ নেচার' (System of Nature) নামক গ্রন্থ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন—"জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই! পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই 'ধর্ম্ম' বলি।" আমরাও দেখিতেছি, নিঃস্বার্থপরতা একটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়।

'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে, অন্য স্বার্থপ্রিয়লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়সাধনসহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই—স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ, যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থ ই স্বভাব। নিঃস্বার্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক; অতএব কথনই লক্ষিত হয় না। মানবজীবন যদি কোন ভবিষ্য জীবনকে আশা না করে, বা কোন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টা না করে, তবে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। জৈমিনী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অপূর্ব্ববাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কখনই রুচি হয় না। যাহারা তাহা স্বীকার করে, তাহারা কোন অংশে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনির অপূর্ব্ববাদের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই পরলোকসুখ ও ঈশ্বরপ্রসাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। অপূর্ব্ববাদের সহিত ঈশ্বরের যে বিরুদ্ধ ভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে অপূর্ব্ববাদকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতেন। জৈমিনি ভালরূপে জানিতেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরানুগত্য নিতান্ত স্বাভাবিক, অতএব

যত্ন ও কৌশল সহকারে অপূর্ব্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে, অতএব সামান্যবুদ্ধি-লোক 'নিঃস্বার্থ' নামটী শুনিবামাত্র নিজ স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটীর আদর করে। ইহাও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-বিস্তারের অন্যতম হেতু। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী যেরূপ জগৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। স্বার্থপরতা বশতঃ কিয়ৎপরিমাণে জীবসকল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তখন জীব স্বতঃস্বার্থপর হইয়া যথাসম্ভব পাপাচার করিতে থাকিবেন। তিনি আপনাকে আপনি বলিবেন,—'ভাই, সুখভোগে বিরত হইবে না। যখন কেহ জানিতে না পারে, তখন স্বেচ্ছাচার স্বীকারপূর্ব্বক সুখভোগ কর, কেন না তাহাতে জগদুন্নতির কোন ব্যাঘাত দেখি না। সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে। তাহা হইলে তুমি বা জগতে কেহ সুখী হইতে পারিবে না।' বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ

অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে। কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি কহিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাকড়বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, বিষম বিপদ, তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—"ওহে আমার ভুল হইয়াছে, আমি দেখিতেছি, যে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—এইরূপ শাস্ত্রে আছে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না।" নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে। কোন কোন নিরীশ্বর-ধর্ম্মের আনুকূল্য জন্যই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। এস্থলে যদিও জীবের পরলোক এবং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটী বিষয়ও কর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়ায় স্বভাবজাত ভক্তির তাহাতে লক্ষণ পাওয়া যায় না। বরং বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল নিঃস্বার্থধর্ম্ম বলিলে শেষে স্বার্থপর হইয়া পড়িবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধারণকে একটী সর্ব্বজ্ঞ ও ফলদাতা ঈশ্বর দিলে অনেক সুবিধা হয়, এই বিবেচনায় নিরীশ্বর কর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাকে কর্ম্মবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কম্‌টী (Comte

যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যে উপাসনা-পদ্ধতি, তাহা কার্য্যকালে তত্ত্বপরিচয়-স্থলে অকর্ম্মণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় কল্পিত উপাস্যকে সত্য বলিয়া ঈশ্বররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্‌টীর সরলতা অধিক। জৈমিন্যাদির দূরদর্শিতা অধিক। কম্‌টী ধরা পড়ায় তাঁহার উপাসনা সাধারণের অনুষ্ঠিত হয় নাই। জৈমিনি ততোধিক গম্ভীর হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মবাদ সাধারণ স্মার্ত্তসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ বিচারে কম্‌টী ও জৈমিনীর একই মত কিন্তু স্মার্ত্তচেষ্টার ফল আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মবাদ যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কখনই মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গল প্রদানে সক্ষম হইবে না। সেকিউলারিজম্ (Secularism) পজিটিভিজম্ (Positivism) বা স্মার্ত্তকর্ম্মবাদ কোন সময়েই পাপকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে না। বরং অনেকদিন জগতে থাকিলে পবিত্র ভক্তির অনেক ব্যাঘাত করিবে। এই সকল কর্ম্মবাদ সময়ে সময়ে ভক্তিকে বলিয়া থাকে,—আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার জন্য অধিকারী প্রস্তুত করিতেছি। আমি অধার্ম্মিক লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব। এই সকল কথা কেবল দ্বিহৃদয়তার ফল, বাস্তবিক নয়। কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে কর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেয় না, ভক্তি বলিয়াই পরিচয় দেয়। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ নামে

পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমস্পর্দ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম ভক্তিস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়। এ স্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি করা যাইবে না ॥ ৯-১২ ॥

ভবঃ ক্লেশোঽভবঃ কেষাং মতে সৌখ্যমিতি স্থিতম্।
নির্ব্বাণসুখসংপ্রাপ্তিঃ শরীরক্লেশসাধনাৎ ॥ ১৩ ॥

জড়বাদিগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, চিদ্বস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সহচর নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। চিত্তত্ত্ব ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীরক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান কর।

যে সময় ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্ম্মবাদজনিত জড়ানন্দ-মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদকে বৈদিক মত বলিয়া জড়বাদি-বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীরদুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐপ্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্য-সিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব 'জীন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈনমত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধমত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মত অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে; কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণবাদ বোধ

হয় সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন।

সে দিবস কোন অতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাঁহাকে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, পরমেশ্বর অনাদি; তিনিই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এবং এখনও তিনি পরমেশ্বররূপে স্বর্গে আছেন। আমরা সৎকর্ম্ম ও বিধিপালনপূর্ব্বক তাঁহার ধামে গমন করিব। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের আলোচনা করেন নাই। কেবল তাঁহার নরস্বভাব যাহা চায়, তাহাই তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কূটতর্কজনিত মত কখনই সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না। পুস্তকে ও আচার্য্যদিগের হৃদয়ে সম্পুটিত থাকিবে। যাহারা ঐ মতানুযায়ী বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিবে, তাহারা নরস্বভাবজনিত সহজ মতকে ঐ মত বলিয়া আদর করিবে। কম্‌টীপ্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনিপ্রচারিত নিরীশ্বর কর্ম্মান্তর্গত অপূর্ব্বরূপী ঈশ্বর ও শাক্যসিংহ প্রচারিত জড়নির্ব্বাণ-মতটী তত্তৎমতোপাসকগণ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ধর্ম্মের আকারে অবশ্যই পরিণত হইবে। তাহাই হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের সদৃশ একটী নির্ব্বাণবাদধর্ম্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম্ ও বৌদ্ধধর্ম্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটী বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্ব্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবে। পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্ব্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ (১) একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড় নির্ব্বাণবাদ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। পরিনির্ব্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্ব্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—'অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্ব্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়।' উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু অন্ত-

বিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ ; পরিনির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্ম্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্ম্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্ব্বাণবাদীর সেবক।

শপেনহয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmann) ইঁহারা প্রথমশ্রেণীর জড়নির্ব্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্ব্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্‌সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্ব্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীরা নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্ব্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্ব্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড়নির্ব্বাণবাদ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদীদিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব

কোন স্বাধীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে? লোপ হওয়ার প্রমাণই বা কোথায়? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্ম্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোত্তাপ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও নিরীশ্বরকর্ম্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার-রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহা গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়নির্ব্বাণবাদীরা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি মায়া যা সা কর্ত্রী জগতাং কিল।
চিদচিৎসবিনী সূক্ষ্মা শক্তিরূপা সনাতনী ॥ ১৪ ॥

কোন কোন মতে 'মায়া' নাম্নী অনাদি শক্তি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই মায়া সূক্ষ্মস্বরূপা। তিনি

চিত্তত্ত্ব ও অচিত্তত্ত্বরূপ দুইটী তত্ত্ব প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিরসত্বপ্রযুক্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদ-রূপ একটী বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ'নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটী যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদী বৈদান্তিক-দিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন। অনেকে বলেন, যে, তান্ত্রিক মত কাপিল-দর্শন হইতে নিঃসৃত। আমার বিবেচনায় তাহা নহে। যদিও কপিলের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী বটে, কিন্তু পুরুষ 'পুষ্করপলাশবন্নির্লেপ'—এই বাক্যদ্বারা চিত্তত্ত্বের অনাদিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় শৈবমত কপিল-সাংখ্যনিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফলকালে

প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

জীবের প্রকৃতিনির্ব্বাণরূপ একটী নির্ব্বাণেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জড়শক্তিবাদের মধ্যে কোন প্রকার আস্তিকতা লক্ষিত হয় না। চিচ্ছক্তিবাদিগণ যেরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তভাব আবেদন করেন, জড়শক্তি-বাদীরা ও তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবাদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জড়শক্তিকে সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া থাকেন। দৃঢ় নাস্তিকবাদপরায়ণ ভনহলবেক জড়শক্তির প্রতি উক্তি করিয়াছেন ;—

"হে প্রকৃতি, হে সমস্ত তত্ত্বের অধিশ্বরি, হে তদীয় সন্তান ধর্ম্মবুদ্ধি ও সত্য, তোমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত্তৃরূপে অবস্থিত হও। মানবসকল তোমাদের গুণগান করুক। হে প্রকৃতি দেবি, আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত সুখের পথ দেখাও। আমাদের মন হইতে ভ্রমকে দূর কর। অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টতা দূর কর। আমাদের কার্য্যের ক্রমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে আমাদের পদস্খলন রহিত কর। জ্ঞানকে রাজ্য করিতে দাও। আত্মাতে সততা বিস্তার কর এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিকে স্থান দাও।"

এই প্রকৃতিবাদী হলবেকই কহিয়াছেন যে, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই ও পরলোক নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-বর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। স্বভাবের শক্তিই সর্ব্বেশ্বরী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীকে স্তব করিতেছেন ;—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া॥

"হে দেবি, সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অগোচর তমোরূপী একা ছিলে। তোমা হইতে পরব্রহ্ম-ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" এস্থলে সাংখ্যদর্শন-প্রতিষ্ঠিত নির্লেপ পুরুষ ও ক্রিয়াবতী প্রকৃতিরূপ সাংখ্যমত হইতে এই তন্ত্রের মত নিরূপিত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা যায়। পরে কথিত হইল যে,—

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে॥

প্রলয়ান্তে তুমি তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাচাতীত ও মনের অগম্যভাবে একাই অবস্থিতি কর।

ত্বমেব জীব লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।

এই লোকে তুমিই জীব, তুমিই বিদ্যারূপা পরদেবতা। এস্থলে জীবচৈতন্য ও স্বভাবশক্তির ভেদ দেখা যায় না। ইহা সাংখ্যমত-বিরুদ্ধ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতপসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ।
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ॥
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তাবৎ মানবের মোক্ষ হয় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম আচরণ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। তত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতের মোক্ষ হয়। জপ, হোম ও শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না, কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' ইহা জানিলেই মোক্ষ। যদি মানস-কল্পিত-মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবের মোক্ষ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারা মানবগণ রাজা হইত। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা —এই তিনের ভেদ কেবল মায়া দ্বারা ঘটে। বিচার করিলে আত্মাই অবশেষে থাকেন। সেই ব্যক্তিই আত্মবিৎ —যিনি জ্ঞানকে চিদ্রূপ আত্মা বলিয়া, জ্ঞেয়কে চিন্ময় বলিয়া ও আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন।

বস্তুতঃ তন্ত্রসকলের মত নানা প্রকার; কোন একটী বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। একস্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে মিথ্যা, কোন স্থলে সত্য বলা হইয়াছে। কোন স্থলে নাদবিন্দু, কোন স্থলে প্রকৃতি, পুরুষ ও কোন স্থলে কেবলা প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফল কথা এই,—তন্ত্রমত এরূপ গোলযোগ যে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা করা যায় না। 'সৃষ্টেরাদৌ' যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি একা ছিল পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিই বা কে, পরব্রহ্মই বা কে? যে জীবের জ্ঞান হইলে পরব্রহ্ম হয়, সে জীবই বা কে? "ত্বমেব জীবলোকেঽস্মিন্" এই শ্লোকে প্রকৃতিকেই জীব বলা হইল। ইহাতে কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না। পরন্তু তন্ত্রসকলে যে সকল লতা-সাধন, পঞ্চ'ম'কার সাধন, সুরাসাধনপ্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কম্‌টী প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

অথবা ভাব এব স্যাৎ নেশ্বরো ন জগজ্জনঃ।
ভাবো নিত্য বিচিত্রাত্মা নাভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (Objective world) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (Subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়; বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কয়েকটী লোক একপ্রকার ভাববাদী। এই ভাব-বাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ' শব্দে 'চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-ধ্যানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়-ধ্যান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রাস্পর্শ মাত্র। জড়বিলক্ষণ কোন তত্ত্ববিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাববাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই। তত্তদ্ভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্র-স্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়-তত্ত্ব। এই মতটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ

অবস্থায়ই কেবল এরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাঁহারা ঐ মত গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে জড় সূক্ষ্ম বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে ॥ ১৫ ॥

সত্যমেব ত্বসন্নিত্যং সদেবানিত্য ভাবনা।
কেচিদ্বদন্তি মায়ান্ধাঃ যুক্তিবাদপরায়ণাঃ ॥১৬॥

কোন মতে এরূপ বিচার দেখা যায়,—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশেষে অসৎ হইবে। অতএব অসৎই নিত্য ও সত্য।" এই মতটী নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সারমাত্রই নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তাবশতঃ কোন কোন মোহান্ধ ব্যক্তি এইরূপ কূটতর্ক উপস্থিত করেন।

'অসৎ—সত্য'—একথাটী আদৌ উত্থানপরাহত পক্ষ। সাধারণ বোধগম্য বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়।' এইরূপ কূটতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটী মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটীকে ইংরাজি ভাষায় (Sceptisism) বলে। হিউম প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন।

সন্দেহবাদ যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐ মত এক কালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণ-বাদ জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছিলেন। নরস্বভাব পবিত্র ও ভক্তিভূষিত। কখনই জড়বাদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বান্ধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয় বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল। "যে ঘটনাই হউক সমস্তই জড়ীয় হেতুপরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্য্যকারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিৎ ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে। বিধির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে।" যে সময় বহুতর লোক এইরূপ অসত্তর্ক করিতেছিল, নরস্বভাব নিজাবস্থার অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে কোন অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে

ধ্বংস করিতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল। জড়বাদরূপ জঞ্জাল দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণ-সকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইন্দ্রিয়গণদ্বারা একটী একটী গুণ আমরা অনুভব করি। যথা চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। আমাদের পাঁচটী জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তুগুণ-সমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটী ইন্দ্রিয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম। এস্থলে আমাদের যে কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এরূপ সন্দেহবাদ দ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তুসত্তাকে স্বীকারপূর্ব্বক কেবল এইমাত্র বলে,—"সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধ তত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভালরূপে

চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৭॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটী মতই পুরাতন নাস্তিকমত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মতপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, সে সকল ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-বাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিলপ্রণীত পুরাতন দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥ ৯২

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥ ৯৩ ॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—'নন্বেবমীশ্বর-প্রতিপাদক-শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥ ১ ॥ ৯৬ ॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতমপ্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া ॥"

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন ;—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদ-নন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বরসুখ মাত্রেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এই পর্য্যন্ত।

বৈশেষিক দর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূলসূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটী তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ মতের নিরীশ্বরত্ব অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়া-ছেন। বাস্তবপক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটী নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনি। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে,—"চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ॥"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন ;—

"কথং পুনরিদমবগম্যতে ? অস্তি তদপূর্ব্বম্।"

কিরূপে ইহার অবগতি হয়। অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটী 'অপূর্ব্ব' উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক ? কম্‌টী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন ?

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধু-লোকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি-প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে ;—

ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও আশ্রয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞ্যবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কাল কর্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে ;—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায় ;—"চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যনিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রেঽবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি ? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কি না ? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন-দশার ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে ? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্র-

খানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৭

কর্ম্মজ্ঞানবিমিশ্রা যা যুক্তিস্তর্কময়ী নরে।
চিত্রমতপ্রসূতী সা সংসারফলদায়িনী ॥ ১৮ ॥

যুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধযুক্তি ও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়। তাহা নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিকবৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে মিশ্রযুক্তি বলি। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র। তাহার অন্যতম নাম 'তর্ক'। ইহাই নিন্দনীয়। যেহেতু ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সদোষ। সিদ্ধযুক্তি যাহা নির্ণয় করে, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত মত প্রসব করে, তাহা নানাপ্রকার ও পরস্পর বিবদমান। সেই সমস্ত মতে কার্য্য করিলে বদ্ধজীবের বদ্ধতাই ফলস্বরূপ লব্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

যুক্তেস্তু জড়জাতায়া জড়াতীতে ন যোজনা।
অতো জড়াশ্রিতা যুক্তির্বদত্যেবং প্রলাপনম্ ॥১৯॥

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা স্নায়বীয় প্রণালী-দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় স্মৃতিশক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইলে বদ্ধযুক্তি সেই সকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ছবিকে সজ্জীভূত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া আখ্যা দেন। অনুলোম ও প্রতিলোম-প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অন্যান্য সিদ্ধান্তরূপ ২ং বাহির করেন। তাহাকে যুক্তি বলেন। কম্‌টী কহিলেন,—'যাহা লক্ষিত হইয়াছে তাহাকে সজ্জীভূত করিয়া রাখ ও তাহা হইতে সত্যানুসন্ধান কর।' এখন দেখা যাউক, যে-সকল ছবি কেবল জড় জগৎ হইতে আনীত হইল, তাহার উপর যে যুক্তি করা যায়, সে যুক্তিকে জড়জাতা যুক্তি বলা যায় কি না? জড়াতীত বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম কি প্রকারে ঐ প্রণালীতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে? যদি জড়াতীত কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্য তদুপলব্ধি জন্য অন্য কোন তদুপযোগী প্রণালী থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা ঐ উচ্চ প্রণালী অবগত নন বা কুসংস্কারবশতঃ জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করতঃ কেবলমাত্র প্রলাপবাক্যই বলিবেন সন্দেহ কি? যে স্থলে

কেবল জড়ীয় জগতের অনুসন্ধানই কার্য্য হয়, সে স্থলে জড়াশ্রিতা যুক্তি সুষ্ঠুরূপে ফল প্রদান করে। শিল্প, শারীর-কর্ম্ম, যুদ্ধ, সঙ্গীত ইত্যাদি যত প্রকার জড়ীয় ব্যাপার আছে, তাহাতে উক্ত মিশ্রযুক্তি বিশেষরূপ কার্য্যকরী। আদৌ মিশ্রা যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভাবে ঐ সকল বিষয়ের সঙ্কল্প করে, পরে কর্ম্মমিশ্রা ভাবে ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদন করে। রেল-রোড্ ব্যাপারটী যখন কোন জড়ীয় পণ্ডিতের মনে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল, তখন যুক্তি কর্ম্মমিশ্রা হইয়া শিল্প-কর্ম্মে প্রযুক্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মই মিশ্রা যুক্তির প্রকৃত বিষয়, জড়াতীত তত্ত্ব তাহার বিষয় নয়, অতএব তাহাতে উহার যোজনা সম্ভব হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত যুক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম। জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়-নির্ব্বাণবাদ, ভাববাদ—ইহারা জড়াতীত যে জগৎকারণ, তাহার সন্ধান করিবার জন্য জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাদের প্রণালী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, সে সমুদয়ই প্রলাপমাত্র ॥ ১৯ ॥

প্রলপন্তীহ সা যুক্তি রুদন্তী স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
চরমে পরমেশানং স্বীকরোতি ভয়াতুরা ॥ ২০ ॥

সিদ্ধযুক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও জড়বদ্ধ আত্মা জড়ের ভারকে গুরুভার জানিয়া তাহাতেই অনুধ্যান করতঃ

মিশ্রযুক্তিকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। এ কারণ জগতের অধিক লোকই মিশ্রযুক্তির পক্ষপাতী। জড়াতীত শুদ্ধযুক্তি এতনিবন্ধন বিরল। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে অন্তর্ম্মুখ-বৃত্তিতে ভজন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই কেবল শুদ্ধযুক্তি অর্থাৎ সহজ সমাধির মাহাত্ম্য অবগত। বহুকাল হইতে বহির্ম্মুখ জগৎ মিশ্রযুক্তিকে সম্মান করিয়া তাহার নিকট হইতে যাথার্থ্য লাভের আশা করিতেছিল। ঐ যুক্তি যত প্রকার মত প্রচার করিল, তাহা প্রথমে আদর করিয়া গ্রহণ করতঃ অবশেষে তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় নাই। যুক্তি বদ্ধই হউক বা মিশ্রই হউক আত্মার সহিত নিঃসম্বন্ধ হইতে পারে না। সময়ে সময়ে আত্মার উপকার করিতে যত্ন করে। চিত্রমতসমূহ প্রসব করিয়া নানাবিধ প্রলাপ করতঃ যখন মিশ্রযুক্তি সন্তোষ লাভ না করিল, তখন আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মিল। প্রলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। বলিল,—হায়! আমি কতদূর বহির্ম্মুখ কার্য্য করিয়া আমার নিত্য-সম্বন্ধী আত্মা হইতে দূরে পড়িয়া স্বভাব ত্যাগ করিতেছি। তখন এই প্রকার রোদন করিতে করিতে ভয়াতুরা হইয়া চরমে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করে। নর-মন ঐ অবস্থায় দেশ-বিদেশে যুক্তিস্থাপিত ঈশ্বরকে প্রচার করিয়া থাকে। উদয়নাচার্য্য ঐ অবস্থায় কুসুমাঞ্জলি-গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে শুষ্ক ঈশ্বরবাদ (Deism) এবং Natural Theology

বলিয়া যে-সকল মত নিঃসৃত হয়, তাহা মানবগণের উক্ত অবস্থাক্রমে অনুমোদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। মিশ্র-যুক্তি দ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে অস্বাভাবিক অসম্পূর্ণ, যেহেতু জড়সম্বন্ধী যুক্তি যে ঈশ্বরভাব আনয়ন করে, তাহা কেবল জড়ের কারণরূপ ক্ষুদ্র ভাববিশেষ। অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে প্রকৃত আত্মোন্নতি নাই, আত্মার সাক্ষাৎ চালনা বা বিষয়ালোচনা নাই। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ২০ ॥

কদাচিদীশতত্ত্বে সা জড়ভ্রান্তা প্রলাপিনী।
দ্বৈতং ত্রৈতং বহুত্বং বারোপয়ত্যেব যত্নতঃ ॥২১॥

সেই প্রলাপিনী মিশ্রা যুক্তি পরমেশ্বর স্বীকার করিয়াও জড়ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের একত্ব সংস্থাপনে অক্ষমা হয়। কোন সময়ে সে দুইটী তত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। তখন তাহার বিবেচনায় চিত্তত্ত্ব একটী ঈশ্বর ও জড় তত্ত্ব একটী ঈশ্বর হয়। চিত্তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গল-জনক। জড়তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত অশুভের আকর। জরদ্বস্ত্র নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ দুইটী ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। পরমেশ্বর-পরায়ণ লোকসকল তাঁহাকে জরন্মীমাংসক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন; এমন কি, ঐ উপাধি পরে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও

জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত বহির্ম্মুখলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটী সংক্রামক হইয়া 'জু'দিগের ধর্ম্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটী সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্ত্র দুই ঈশ্বরবিষয়ক মত প্রচার করিতেছিল, সেই সময়েই জুদিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বর, হোলিঘোষ্ট ও খ্রীষ্ট এই তিনটী তত্ত্ব বিচার দ্বারা তাহার যুক্ত মীমাংসা বাহির করিলেন। যে কালে বা যে সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—ইহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বরবিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদনিষেধক উপদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বহুদেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস

করিবার ব্যবহার ছিল। মীমাংসকেরা ঐমতকে পরে সংশোধিত করিয়া একটী ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন। এ সমস্তই জড়ভ্রান্ত যুক্তির প্রলাপমাত্র। পরমেশ্বর—একতত্ত্ব। অধিক হইলে কদাচ সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন বিধি পরস্পর বিবদমান হইয়া সংসারকে উৎসন্ন করিত সন্দেহ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে এক পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বিবেকী লোক অস্বীকার করিতে পারে না ॥ ২১ ॥

জ্ঞানং সাহজিকং হিত্বা যুক্তির্ন বিদ্যতে কচিৎ।
কথং সা পরমে তত্ত্বে তং হিত্বা স্থাতুমর্হতি ॥২২॥

আত্মার সহজ-জ্ঞানজনিত যে যুক্তি, তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্বমীমাংসা, তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান-সংসৃষ্ট যুক্তি আমরা বিষয়কার্য্যে লক্ষ্য করি, তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলিয়া থাকে, সে সমুদয়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্ত্বে মিশ্রযুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে, সে সমুদায় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহজিক

জ্ঞান কাহাকে বলি? আত্মা—চিন্ময়, অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে, তাহার নাম সহজ-জ্ঞান। সহজজ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন জড়ীয় উপলব্ধিক্রমে জন্মে না। সেই সহজজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টী উপলব্ধি প্রতীত হয়।

(১) আমি আছি, (২) আমি থাকিব, (৩) আমার আনন্দ আছে, (৪) আমার আনন্দের একটী বৃহদাশ্রয় আছে, (৫) সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব, (৬) আমি সেই আশ্রয়ের নিত্য অনুগত, (৭) আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর, (৮) সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, (৯) আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, (১০) শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত, (১১) এ জগৎ আমার নিত্যস্থান নয় এবং (১২) এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই।

এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়-মিশ্রা হইয়া কেবলমাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয়সংস্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কয়েকটী সহজজ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে

কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যারই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্যমূলক হয় ॥ ২২ ॥

একত্বমপি তদ্দৃষ্ট্বা তৎসমাধিচ্ছলেন চ।
স্থূলং ভিত্বা তু লিঙ্গে সা যোগাশ্রয়চরত্যহো ॥২৩॥

একদল লোক আছে, যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ মত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতকটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে এক তত্ত্ব বলিয়া মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূট চিন্তা লক্ষিত হয়। কূট চিন্তা দ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না; কেন না, সহজ সমাধি ব্যতীত সহজতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গজগৎকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি' এরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গজগৎ ও জড় জগতে ভেদ এই যে, জড় জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লিঙ্গ-জগৎ মানসগ্রাহ্য। লিঙ্গজগৎটী জড় জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্ভাবমাত্র। জড় জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theoso-phistদল যে Astral দেহের কথা বলে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গজগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব-মাত্র। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধনপাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্যপাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমুদয় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি যতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগ-শাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ-অন্বেষণকারী জীবের কোনপ্রকার আনন্দ হয় না ॥ ২৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি বিশ্বং বৈ পরেশনির্ম্মিতং কিল।
জীবানাং সুখভোগায় ধর্ম্মায় চ বিশেষতঃ ॥২৪॥

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপ-

রূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করি। ইহাতে বিতর্ক এই হয় যে, জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেন না, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্মলাভ হয় না ॥ ২৪ ॥

আদি জীবাপরাধাদ্বৈ সর্ব্বেষাং বন্ধনং ধ্রুবম্।
তথান্যজীবভূতস্য বিভোর্দ্দণ্ডেন নিষ্কৃতিঃ ॥২৫॥

এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি? জীব কি অপরাধ করিয়াছে? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অশক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণবুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মসকলে একটী অদ্ভুত মত গৃহীত হইয়াছে; তাহা এই,—ঈশ্বর কোন আদি জীবকে

সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি-দম্পতি জ্ঞান-বৃক্ষফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, জীব কর্ত্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখিয়া ঈশ্বরের একাঙ্গস্বরূপ একটী তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া মানবমধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজস্কন্ধে লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল, যাহারা অনুগত হইল না, তাহারা চিরনরকে নিপতিত হইল। জীবভূত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃতি, এই মতটী সহজবুদ্ধিতে আয়ত্ত করা যায় না ॥ ২৫ ॥

জন্মতো জীবসদ্ভাবো মরণান্তে ন জন্ম বৈ।
যৎকৃতং সংসৃতৌ তেন জীবস্য চরমং ফলম্ ॥২৬॥

এই মতবাদমিশ্র ধর্ম্মে আস্থা করিতে গেলে কএকটী অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই।

আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটী চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায় জীবের উদয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে, কেহ বা অসুরপ্রায় অভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসুবিধাক্রমে সৎ ও জন্ম-অসুবিধাক্রমে অসৎ হইতে কেন বাধ্য হন, বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না। পশুপক্ষী যে মানবের আগ্য বস্তু হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারাই যে তাহার চিরস্বর্গ বা চিরনরক হইবে, এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য ॥ ২৬ ॥

অত্র স্থিতস্য জীবস্য কর্ম্মজ্ঞানানুশীলনাৎ।
বিশ্বোন্নতিবিধানেন কর্ত্তব্যমীশতোষণম্ ॥২৭॥

যে সম্প্রদায় এই মতে স্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এই হয় যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বোন্নতি চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত-ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চাই ইহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞানচেষ্টারহিত শুদ্ধভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেন না, ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে, ঈশ্বর যদি দয়া না করিতেন, আমি তাঁহাকে ভজিতাম না। ভাবী দয়া করিবেন, এরূপ দুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তিবৃত্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবনযাত্রার যে সুবিধা ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে ॥ ২৭ ॥

ঈশরূপবিহীনস্তু সর্ব্বগো বিধিসেবিতঃ।
পূজিতোঽত্র ভবত্যেব প্রার্থনাবন্দনাদিভিঃ ॥২৮॥

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাহার খর্ব্বতা হয়—এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও

সর্ব্বব্যাপী করিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুতঃ এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্মা, তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরম কারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদিগণের ঈশ্বর-আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চ্চার ক্রীতদাস হইয়া ইঁহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমত কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দূরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইঁহারা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথ-

গামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইঁহাদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে, তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্যগুরুর প্রয়োজনাভাব। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না॥ ২৮॥

ইদমেব মতং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈবাসমঞ্জসম্।
ঈশ্বরে দোষদং সাক্ষাৎ জীবস্য ক্ষৌদ্রসাধকম্॥

এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এই মত অনেকস্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষপূর্ণ এবং ঈশোন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর একজন বটে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটী পাপময় প্রকাণ্ড স্বত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড স্বত্বকে ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্যমধ্যে পাপসৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপসকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্মমার্গের

পাপপুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্যবিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইহাঁরা মুখে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলেন ;-কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, জড়গতলিঙ্গ ও স্থূল তত্ত্বকে যথাযথ পৃথক্ করিয়া ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইহাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এই জন্য জীবের স্বরহস্য ও তদঙ্গ ইহাঁরা কোনক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইঁহাদের চিদ্বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইঁহারা সাধন করেন, তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গলাভই ইঁহাদের চরম। লিঙ্গকেই ইঁহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই ইঁহারা মন ও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকম্।
ব্রহ্মসনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ॥ ৩০ ॥

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে ; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে

আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্তন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাব-সকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্ব্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোন-প্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল। ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু-পরিণাম। তাহার প্রতীতি হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদন্যং ন বর্ত্ততে ॥৩১॥

এক মতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি—ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত-প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল অজ্ঞান প্রতীতি মাত্র, এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই। ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটী ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাণ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩১ ॥

অথবা জীবচিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায় বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক্ নয়, জগৎও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটী মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মত-বাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য

শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাগ, আর একজন ভাগের ভাগ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সদ্-যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম॥ ৩২॥

এতেষু বাদজালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতম্।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয়জ্ঞানমেব যৎ॥ ৩৩॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং
নাম প্রথমোঽনুভবঃ॥

এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্য-বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গপদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল। ঈশাবাস্য-উপনিষদে বলিয়াছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম-তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও দুর্ব্বিশেষাত্মক

শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাগ, আর একজন ভাগের ভাগ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল অদ্বৈতবাদ সদ্‌যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম ॥ ৩২ ॥

এতেষু বাদজালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতম্।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয়জ্ঞানমেব যৎ ॥ ৩৩ ॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং নাম প্রথমোহনুভবঃ ॥

এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধান পূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্য-বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গপদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল। ঈশাবাস্য-উপনিষদে বলিয়াছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম-তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও দুর্ব্বিশেষাত্মক

পাত্রের দ্বারা চিৎকণরূপ জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদবিহিত ধর্ম্মানুসন্ধান।

পুনশ্চ ভাগবতে ;—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিকৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ'শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎ প্রকাশিত হইলে অসৎ কাজে কাজেই দূর হয়। 'সৎ'শব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র।

ইতিতত্ত্ববিবেক সদনুশীলনরূপ প্রথমানুভব।

দ্বিতীয়ানুভবঃ

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গং পরানন্দরসাশ্রয়ম্।
চিদচিচ্ছক্তিসম্পন্নং তং বন্দে কলিপাবনম্॥১॥

যে পরমপুরুষের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘনীভূত স্বরূপে প্রকাশ পায়, যিনি জড়ানন্দের অতীত চিদ্গত শ্রেষ্ঠানন্দ রসের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বদা চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-রূপ বৃত্তিদ্বয়ের অধীশ্বর, সেই কলিপাবন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি॥ ১॥

স্বরূপমাস্থিতো হ্যাত্মা স্বরূপশক্তিবৃত্তিতঃ।
বদত্যেব নিজাত্মানমুপাধিরহিতং বচঃ॥ ২॥

মায়িক জগতে যে সকল জীবাত্মা বদ্ধ আছেন, তাঁহারা প্রকৃতি-বৈচিত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র উত্তর দেন। তন্মধ্যে যে আত্মা বিবেক ও সদ্গুরু-উপদেশক্রমে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়া যুক্ত উত্তর দিয়া থাকেন। সেই যুক্ত উত্তর সর্ব্বত্র এক। প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্নত্রয় আছে, তাহা এই,—'এই জড় জগতের ভোক্তাস্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই

বা কি? বিশ্ব ও আমি, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?" মায়িক দশাপ্রাপ্ত আত্মা যে সকল বিচিত্র উত্তর দেন, তাহা প্রথম অনুভবে বিচারিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অনুভবে স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার ঐ প্রশ্নত্রয়ের যে যুক্ত উত্তর, তাহা কথিত হইবে। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা কি? ইহাই অগ্রে বিবেচিত হইবে। মায়িক দেশ, কাল, ইন্দ্রিয়, শরীর ও সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া যে আত্ম-সত্ত্বা, তাহাই স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা। সর্ব্ববেদান্তসার-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে সেই শুদ্ধ আত্মার অবস্থা বলিয়াছেন; যথা—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" মায়িক দশা মুক্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হয়। তদ্রূপ-অবস্থিত আত্মা উক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর দেন, তাহা যুক্ত। এখন এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মায়িক দশাপ্রাপ্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি আছে। সেই দশা পরিত্যাগ করিলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি কোথা থাকিবে, এই যুক্ত উত্তরই বা কিরূপে হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও তাহার জ্ঞান-গুণ আছে। কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে। আলোক যেরূপ প্রকাশস্বরূপ হইয়াও অন্য-বস্তু-প্রকাশ-গুণযুক্ত, আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও বস্ত্বন্তর-সম্বন্ধে জ্ঞানগুণ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং দেখিতে, শুনিতে, ঘ্রাণ লইতে, আস্বাদন করিতে ও সংস্পর্শ করিতে পারেন। আত্মাতে এইরূপ জ্ঞান-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ। মায়িক অবস্থায় পড়িয়া আত্মা জড়াবরণে আবদ্ধ। জড় জগতের সহিত যোজনার জন্য জড়েন্দ্রিয়-সকল তাঁহার গৌণ কার্য্যসকলের পরিচয় দেয়। তিনি জড় চক্ষুদ্বারা দেখেন, জড় কর্ণের দ্বারা শুনেন, জড় নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ লন, জড় জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করেন এবং জড় ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শানুভব করেন। স্বতঃসিদ্ধ শক্তিহারা হইয়া তিনি পরের শক্তিতে কার্য্য করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি যে-সকল সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জড়প্রসূত যুক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে এইরূপ অপগতি অত্যন্ত দুর্ব্বিপাক। যে গতিকেই হউক, যখন তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তিনি আত্মবৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ ঐ সকল কার্য্য করেন। তখন তাঁহার যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় সেই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নোত্তর স্বভাবতঃ হয়। আত্মার যে স্বরূপশক্তি, তাহার বৃত্তিক্রমে তখন তিনি সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি সে সময় নিজের প্রশ্নের যে উত্তর আপনাকে দিয়া থাকেন, তাহা উপাধিরহিত বাক্য। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব-স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তর-কেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না॥ ২॥

ভগবানেক এবাস্তে পরাশক্তিসমন্বিতঃ।
তচ্ছক্তিনিঃসৃতো জীবো ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ জড়াত্মকম্ ॥৩॥

'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ', 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' ইত্যাদি বহুবিধ বেদবাক্যে 'একঃ দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ' এই বাক্য-যোগে ভগবত্তত্ত্বের নিত্যত্ব স্থির হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বচনে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবানের সর্ব্বোচ্চতমত্ব বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা—ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এবং ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বেশ্বর এরূপ বুঝিতে হইবে না। জীব—দ্রষ্টা; ভগবান্ যখন দৃষ্টির বিষয় হন, তখন প্রথমে জ্ঞান-চিন্তামার্গে ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। অধিকতর আলোচনা করিতে করিতে যোগমার্গ উপস্থিত। সেই মার্গে ভগবান্ পরমাত্মারূপে দৃষ্ট হন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে যখন শুদ্ধ ভক্তিযোগ উদিত হয়, সেই ভক্তিযোগে অবস্থিত জীব ভগবৎস্বরূপ দৃষ্টি করে। দৃষ্টির বিষয় অত্যন্ত মধুর, পরমানন্দময়, সচ্চিদানন্দ, মধ্যমাকার-স্বরূপ একটী কমনীয় পুরুষ। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সুন্দর-রূপে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব তাঁহাতে ক্রোড়ীকৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে।

সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাময় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা নিত্যসিদ্ধ। স্বতন্ত্র হওয়ায় তিনি সমস্ত বিধির বিধাতা হইয়াও স্বয়ং কোন বিধির বাধ্য নন। সেই ভগবানের দ্বিতীয় নাই, সমান নাই, অধিকও নাই। সেই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বিক্রমযুক্ত। সম্পূর্ণ চিদ্বিক্রমদ্বারা ভগবানের চিদ্ধাম, চিল্লীলা, চিদুপকরণ—সমস্তই পরাশক্তির পরিণতি। শক্তির পূর্ণতা হইতে চিজ্জগতের পরিণতি। শক্তি বিচিত্রা, অতএব তাঁহার অণুস্বরূপ একপ্রকার পরিণতি দেখা যাইতেছে। চিৎকণ, চিদ্গুণকণ, চিৎক্রিয়াকণ লইয়া পরাশক্তির জীবশক্তিরূপ বিক্রম জৈবজগৎ প্রকট করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির ছায়ারূপ আর একটী বিক্রম আছে; তাহাতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশটী ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ ২৪টী তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ইহারই নাম জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং ছায়াশক্তির নাম মায়া ॥ ৩ ॥

সোঽর্কস্তৎকিরণো জীবো নিত্যানুগতবিগ্রহঃ।
প্রীতিধর্ম্মা চিদাত্মা সঃ পরানন্দেঽপি দায়ভাক্ ॥

ভগবান্—অর্কস্বরূপ। অর্কের কিরণকণ-স্বরূপ—জীব-নিচয়। সেই কিরণকণ জীবের ভগবদানুগত্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের উপযোগী জীবের চিৎকণ-বিগ্রহ।

জীবের স্বরূপ—চিৎকণ, অতএব জীব—চিদাত্মা। চিদ্‌গুণের অনুস্বরূপ জীবগুণ। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মই প্রীতি। অতএব জীবের প্রীতিকণই ধর্ম্ম। জীবকে 'প্রীতিধর্ম্মা' বলা যায়। চিৎস্বরূপ এবং প্রীতিধর্ম্মা হইলেও জীব স্বয়ং অণুবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম অপূর্ণ। জীবের স্বভাবতঃ আনন্দকণ আছে, তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায়। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি।' ভক্তির উচ্চদশায় যে পরানন্দ লাভ হয়, তাহাতে জীব স্বভাবতঃ দায়ভাক্ অর্থাৎ অধিকারী। ব্রহ্মানন্দকে ক্ষুদ্র জানিয়া ভগবদানুগত্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি চিৎ-শক্তিকে জীবের স্বভাবে প্রেরণ করেন। সেই চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া জীব পরানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হন ॥৪॥

তচ্ছক্তেশ্ছায়য়া বিশ্বং সর্ব্বমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
যত্র বহির্ম্মুখা জীবাঃ সংসরন্তি নিজেচ্ছয়া ॥৫॥

জীব কৃষ্ণানুগত হইলে পরানন্দে যেরূপ দায়ভাক্ হন, সেইরূপ বহির্ম্মুখ হইলে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জন্য সংসারধর্ম্মে পতিত হন। চিচ্ছক্তি যেরূপ জীবের উচ্চগতির সহায়, জড়-প্রসবিত্রী মায়াশক্তি সেইরূপ জীবের সংসারবন্ধনের সহায়। মায়া-শক্তি চিচ্ছক্তির

ছায়া। জীবের সংসারোপযোগী এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রসব করিয়াছেন। জীবের ভোগায়তনরূপ স্থূল ও লিঙ্গ দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জড়বিশ্বে পতিত হইয়া জীবের কর্ম্মবন্ধনরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছে। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সংসারের একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জীব জড় জগতে উৎপন্ন হন নাই বা চিজ্জগতে উৎপন্ন হন নাই। দুই জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার উৎপত্তি। স্বতন্ত্র ইচ্ছা চিৎকণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়ায় এবং চিদুন্নতি অপেক্ষা জড়ভোগে অধিক প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই। ভগবান্ করুণা প্রকাশ করিয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগলাভের জন্য জড়বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জড়বিশ্বকে এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বল্পদিনের ভোগেই জীবের বৈরাগ্যবিবেকোদয় হইলেন। পুনরায় সাধুসঙ্গ-ব্যবস্থাদ্বারা জীবের উদ্ধারের পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

জীবতো জড়তো বাপি ভগবান্ সর্ব্বদা পৃথক্।
ন তৌ ভগবতো ভিন্নৌ রহস্যমিদমেব হি ॥৬॥

জীব ও জড়কে ভগবান্ আপনা হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি জীব ও জড়জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, ইহাই একটী পরম রহস্য। ভগবান্ স্ব-স্বরূপে

জীব ও জড়জগৎ হইতে নিত্য পৃথক্। শক্তিস্বরূপে জীব ও জড়জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকটন ও বিচার করিয়া এই রহস্য বুঝিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদ আসিয়া যাহা তিনি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই— জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদ্রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। 'জ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে যে, আমি এক পরমতত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ছিলাম; সৎ ও অসৎ এবং তদুভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম, তাঁহার তখন প্রকাশ-অবসর ছিল না। যখন সৃষ্টি হইল, তখন আমি শক্তিরূপে পরিণত হইলাম এবং যখন আর কিছু না থাকিবে, তখন পূর্ণৈশ্বর্য্য-ভগবৎস্বরূপ আমিই একমাত্র অবশেষ থাকিব। ইহাই ভগবজ্ জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার পরিকর। 'বিজ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে। আমি পরমার্থ, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি, আমার স্বরূপে যাহার নিজ প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার শক্তিতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এখানে 'মায়া' শব্দে পরাশক্তিরূপ যোগমায়াকে বুঝায়। অতএব শক্তি আমা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। অপৃথক্‌রূপে অপরিচিতা, পৃথক্‌রূপে পরিচিতা। পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের দুইটী স্থল অর্থাৎ আভাস ও তমঃ। 'আভাস' অর্থে অণু ও 'তমঃ' অর্থে জড়

অণুস্বরূপে জৈবজগৎ ও জড়স্বরূপে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিচিত শক্তিগত। এই শক্তির সহিত ভগবানকে জানার নাম বিজ্ঞান। রহস্যই তৃতীয় তত্ত্ব। জড়জগতে প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূতসকল পরিচিত ক্ষিত্যাদি-ভূতে যেরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথক্ থাকে, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ আমি ভগবান্ জীবচৈতন্যনিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও নিত্য পৃথক্ আছি। জীবগণ যখন নত অর্থাৎ আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তখন আমি তাহাদের নিত্য সহচর, ইহাই তদ্রহস্য। তদঙ্গ এই যে জীব সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া সাধুর পদে আত্মজিজ্ঞাসা করেন এবং গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচার পূর্ব্বক নিত্য সত্য যে আমি, আমাকে লাভ করেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ॥ ৬ ॥

জড়জালগতা জীবা জড়াসক্তিং বিহায় চ।
স্বকীয় বৃত্তিমালোচ্য শনৈর্লভতে পরম্ ॥৭॥

জীবসকল নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ নিত্য কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যে সকল জীব মায়ার জড়জালে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চিদ্‌বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে পরতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবের স্বকীয় বৃত্তি—ভগবদানুগত্য। আনুকূল্যভাবের সহিত

চিদ্বিষয়ে যত আলোচনা করিবেন, ততই জড়বিষয়ের আসক্তি খর্ব্ব হইবে। চিদনুশীলন পূর্ণ হইলে জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয় এবং জীবতত্ত্বের পরতত্ত্ব যে চিদধীশ ভগবান্, তাঁহার চরণ লাভ করেন। চিদনুশীলন করিতে করিতে চিদাস্বাদন উদিত হয়। যে পর্য্যন্ত জীবের জড়াসক্তি, সে পর্য্যন্ত জীবগণ চিদ্বিষয়ের অনুভব হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন ॥ ৭ ॥

চিন্তাতীতমিদং তত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপকম্।
চৈতন্যচরণাস্বাদাচ্ছুদ্ধজীবে প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥

এই দ্বৈতাদ্বৈত-স্বরূপতত্ত্ব মানবচিন্তার অতীত ; কেন না যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থিতি জড়জগতে অপরিলক্ষিত হওয়ায় জড়বদ্ধ জীবের জড়-বিষয়-জ্ঞানে ইহার প্রতীতি হয় না। ভগবত্তত্ত্বে অসংখ্য বিরুদ্ধগুণসকল অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সুন্দররূপে নিয়মিত আছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইচ্ছাময়, মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও অণু হইতে অণু ও বৃহৎ হইতে বৃহৎ, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তবৎসল, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, ব্রহ্ম হইয়াও গোপসহচর কৃষ্ণ, জ্ঞানপূর্ণ হইয়াও প্রেমময় ইত্যাদি প্রকারে ভগবান্ সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। জড় বস্তুতে এরূপ উদাহরণ নাই। জড়বদ্ধ মানবের বুদ্ধি জড়াশ্রিত। জড়ের অতীত বস্তুকে স্পর্শ করিতে অযোগ্য। এই জন্যই অচিন্ত্য বস্তু তাহাতে প্রতীত হয় না। এতন্নিবন্ধন মানবের বদ্ধাবস্থায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের স্পষ্ট উপলব্ধির অভাব। তবে কি কোন অবস্থায় বদ্ধজীব এই তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না ? উত্তর এই যে, যাঁহারা চৈতন্যচরণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিদুপলব্ধি ক্রমেই শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হইতে হইতে যখন তাঁহাদের শুদ্ধ জীবস্বরূপের উদয় হয়, তখনই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের প্রতীতি স্পষ্ট হয়। 'চৈতন্যচরণাস্বাদ' এই শব্দদ্বারা যে দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থদ্বয় বস্তুতঃ এক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসেবা দ্বারা যে সুখাস্বাদন হয়, তাহা একপ্রকার অর্থ। পরম-চৈতন্যতত্ত্বের আনুগত্য—দ্বিতীয়ার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পরমচৈতন্য যখন পরস্পর অভেদ, তখন দুই অর্থেই এক অর্থ হইল। সদনুশীলন-সময়ে এই গ্রন্থে যত যত আচার্য্যের মত বিচার করা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই বদ্ধ অণুচৈতন্য। তাঁহাদের মত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য-শিক্ষিত পরমতত্ত্ব এই অনুভবে আলোচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

চিদেব পরমং তত্ত্বং চিদেব পরমেশ্বরঃ।
চিৎকণো জীব এবাসৌ বিশেষশ্চিদ্বিচিত্রতা ॥৯॥

তত্ত্বে জীব, জড় ও চিৎ এই তিন প্রকার হইলেও চিৎই পরমতত্ত্ব। চিৎই—পরমেশ্বর, এই যে জীব, ইনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ—ভগবান্। অতএব তিনি চিৎস্বরূপ, তাঁহারই কিরণকণ যখন জীব, তখন চিৎকণ। চিদ্বস্তুর

বিচিত্রতাই ইহার বিশেষ। অতএব চিদ্বস্তু হইতে উপাদেয় ও উত্তম আর কিছুই নাই। জড়জগতে যে বিচিত্রতা, তাহা চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন মাত্র ॥৯॥

আনন্দশ্চিদ্‌গুণঃ প্রোক্তঃ স বৈ বৃত্তিস্বরূপকঃ।
যস্যানুশীলনাজ্জীবঃ পরানন্দস্থিতিং লভেৎ ॥১০॥

স্বতন্ত্রেচ্ছা যেরূপ চিদ্বস্তুর স্বরূপ, আনন্দ সেইরূপ চিদ্বস্তুর গুণ। সেই আনন্দ চিদ্বস্তুর বৃত্তিস্বরূপ; যে বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীব পরানন্দস্থিতি লাভ করেন। 'এষ হ্যেবানন্দয়তি' এই বেদবাক্যে আনন্দই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, তাহা প্রতীত হয়। অগ্নির যেরূপ দাহিকা-বৃত্তি,—জলের যেরূপ তারল্য বৃত্তি, চিদ্বস্তুর সেইরূপ আনন্দবৃত্তি। জড়ে বদ্ধ হইয়াও জীব এক প্রকার বিষয়ানন্দরূপ বৃত্তি প্রকাশ করে। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ-পরিচয় ও বৃত্তি-পরিচয়। চিদ্বস্তুর সেইরূপ বৃত্তি-পরিচয়—আনন্দ। জড়াতীত আনন্দের অনুশীলন করিতে করিতে জীব সহজে স্বীয় স্বরূপানন্দ লাভ করেন। ক্রমশঃ ভগবানের পরানন্দভোগের অধিকারী হন ॥ ১০ ॥

চিদ্বস্তু জড়তো ভিন্নং স্বতন্ত্রেচ্ছাত্মকং সদা।
প্রবিষ্টমপি মায়ায়াং স্বস্বরূপং ন তত্ত্যজেৎ ॥১১॥

চিদ্বস্তুর স্বরূপ পরিচয় কি? এই প্রশ্নটী অনেকেই করেন। ইহার সম্পূর্ণ উত্তর প্রায়ই হয় না। জীব সেই

বস্তু বটে, কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা বদ্ধজীবের পক্ষে কঠিন। পরন্তু চিৎকণ জীবের স্ব-স্বরূপ বিকৃত হইলেও তাহার মূল পরিচয় পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই, জীব জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব, অতএব তাহার স্বরূপ-পরিচয় জড়ের স্বরূপ-পরিচয় হইতে অবশ্য বিলক্ষণ হইবে। সে বিলক্ষণতা কি? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। যত জড়বস্তু আছে, তাহাতে বহুগুণ দেখা যায় এবং তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছালক্ষণ বস্তু নাই। সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম্মও নাই। জীব যতদূর সঙ্কুচিত হউন না কেন, তাঁহার এই দুইটী লক্ষণ একেবারে আচ্ছাদিত না থাকিলে অবশ্যই প্রকাশ পায়। জড় বস্তুর মধ্যে তাপ চঞ্চল বস্তু, চঞ্চলতার সহিত কার্য্য করে। চালকতা-ধর্ম্ম তাহার প্রধান পরিচয় হইলেও স্বেচ্ছামতে চালক হইতে পারে না, নিজেও চলিতে পারে না। কতকগুলি জড়গুণের কার্য্য-গতিকে সংঘটন হইলে তেজ-বস্তু অন্যান্য বস্তুকে চালন করে, আপনিও চলে। তেজ-বস্তুতে স্বীয় ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না। চিদ্বস্তু কীট পিপীলিকাদি-অবস্থায় অনেক পরিমাণে জড়কুণ্ঠিত হইয়াও আপন আপন ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ দেখায়। পিপীলিকা চলিতে চলিতে কোন একটী বিচার উপস্থিত হইলে আর একটী পথ অবলম্বন করে। এই বিচার-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ

স্বতন্ত্র। ইহা যখন জড়বস্তুতে নাই এবং চিদ্বস্তুতেই কেবল দেখা যায়, তখন স্বতন্ত্রেচ্ছাযুক্ত জ্ঞানই চিৎএর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধান্ত এই যে, চিদ্বস্তু 'অহং' পদবাচ্য, ইচ্ছাযুক্ত জ্ঞান এবং আনন্দই ইহার বৃত্তি। প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়াও সেই স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ১১ ॥

ফল্গুং নিরর্থকং বিদ্ধি সর্ব্বং জড়ময়ং জগৎ।
বহির্ম্মুখস্য জীবস্য গৃহমেব পুরাতনম্ ॥ ১২ ॥

এই জড়ময় জগৎ সমস্তই তুচ্ছ ও অসার। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের ইহা পুরাতন কারাগৃহ। শ্রীনারদোপদেশে বেদব্যাস যখন সমাধিতে বসিলেন, তখন ভক্তিপূতহৃদয়ে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।" ব্যাসদেবের মন যখন ভক্তিযোগের দ্বারা নির্ম্মল হইল, তখন তিনি তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণই প্রথম তত্ত্ব। তাঁহার অপাশ্রয় মায়াই দ্বিতীয় তত্ত্ব। মায়া হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইয়াও মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীবই তৃতীয় তত্ত্ব। তৃতীয় তত্ত্ব জীব স্বয়ং চিৎকণ হইয়াও আপনার স্বরূপকে-

মায়ার ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া গুণকৃত অনর্থ সকলকে স্বকৃত অনর্থ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অপ্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই সেই অনর্থের একমাত্র উপশম, তাহাও দেখিতে পাইলেন। বস্তুতঃ মায়াকৃত এই জড়বিশ্ব চিৎকণ জীবের পক্ষে ফল্গু ও নিরর্থক। এবম্ভূত তুচ্ছ জগতে জীবের অবস্থিতি কেন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বহির্ম্মুখ জীবের পুরাতন গৃহস্বরূপ এই জড়ময় বিশ্ব কার্য্য করিতেছে। ইহাতেই প্রতীত হইল যে, বহির্ম্মুখ জীবগণই জড়জগতে প্রবিষ্ট। নিত্যমুক্ত জীবসকল কৃষ্ণসাম্মুখ্যবলে প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন নাই, চিজ্জগতে অবস্থিত। মায়াশক্তি কৃষ্ণের অপাশ্রয়া শক্তি। যেমন সূর্য্য হইতে অন্ধকার অতিদূরে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে অতিদূরবর্ত্তিনী মায়া চিন্মণ্ডলের বহির্ভাগে অপকৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সেই মায়িক বিশ্বের জড়বিচিত্রতাগুণে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীব আকৃষ্ট হইয়া মায়া কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জীব গুণাতীত। মোহিত হইয়া গুণ স্বীকার করত গুণত্রয়ের অনর্থ ভোগাভিমান করিতেছেন। বহির্ম্মুখতা এই যে, চিৎকণস্বরূপ জীব চিন্মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বহির্ম্মুখতা হইত না। চিন্মণ্ডল হইতে দৃষ্টিকে জড়মণ্ডলের প্রতি চালিত করায় সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘটিয়াছে ॥১২॥

দেশকালাদিকং সর্ব্বং মায়য়া বিকৃতং সদা।
মায়াতীতস্য বিশ্বস্য সর্ব্বং তচ্চিৎস্বরূপকম্ ॥১৩॥

মায়াতীত চিজ্জগৎ ও মায়াকৃত জড়জগৎ—এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, প্রাপঞ্চিক জগতে যে দেশ কালাদি আছে, তাহা বিকৃত। মায়াতীত চিজ্জগতে যে দেশকালাদি আছে, তাহা চিৎস্বরূপ অতএব শুদ্ধ। বিকৃত দেশে দূরতা-সন্নিকর্ষজনিত বহুবিধ সুখপ্রতিবন্ধক হেয়তা দেখা যায়। প্রাপঞ্চিক কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এইরূপ বিভাগের দ্বারা অনেক প্রকার অভাব ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক বিশ্বের দ্রব্যসমূহ তদ্রূপ নানাপ্রকার হেয়তা পরিপূর্ণ। অতএব প্রাপঞ্চিক জগৎ সমস্তই হেয়। চিজ্জগতের দেশ-কাল-দ্রব্য সমস্তই চিন্ময়, সমস্তই উপাদেয়, সমস্তই প্রেমলাভের উপযোগী। তথায় জড়গন্ধমাত্র নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমপ্রপাঠক এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"হরিঃ ওঁ অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ। যাবান্ বা অয়ং আকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ

বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। তঞ্চেদ্ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গন্ধমাল্য-

লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি অন্নপান-লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্ন-পানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গীতবাদিত্র-লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্ত্রীলোক-কামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে। ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং, যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিত-মক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হো বা চৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি,

তদ্যৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানা-মসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে-ঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্নন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভি-নিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।”

চিচ্ছক্তেঃ পরতত্ত্বস্য স্বভাবস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
স্বস্বভাবস্তথা জীব-স্বভাবো মায়িকস্তথা॥ ১৪॥

পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের চিচ্ছক্তির তিন প্রকার স্বভাব অর্থাৎ স্ব-স্বভাব (চিৎস্বভাব), জীবস্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। মায়াবাদিগণ চিৎ-স্বভাবের বিচিত্রতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, বিচিত্রতা—মায়ার স্বভাব। মায়িক স্বভাব ত্যাগ করিয়া চিৎস্বভাব-প্রাপ্তিমাত্রেই বিচিত্রতা দূর হয়। জীব সেই স্বভাবে স্থিত হইলে তাহাতে বিচিত্রতার অভাবে তিনি একত্বে লীন হন। মায়াবাদীর এই যুক্তির ভিত্তিমূল কোথায় ? উত্তর—মতবাদে। কোন্ শাস্ত্র বা কোন্ যুক্তি হইতে মায়াবাদী এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপদিষ্ট চিদ্বিচিত্রতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, চিজ্জগতে ভগবৎস্বরূপ, জীবগণের স্বরূপ, স্থান, চন্দ্রসূর্য্যাদি, আলোক, নদ, নদী প্রভৃতি সকলই উপাদেয়-রূপে সুন্দর সমাহিত আছে। এই রসবৈচিত্র্যই চিৎ-স্বভাব। জীবস্বভাব—তটস্থ, মায়া ও চিৎএর মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থিত। মায়ার বশযোগ্যতা এবং চিচ্ছক্তির বশযোগ্যতা জীবস্বভাবে আছে। মায়িকস্বভাব—চিৎস্বভাবের বিকৃতি; তাহা বহির্ম্মুখ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর উৎপাদন করে।

তিষ্ঠন্নপি জড়াধারে চিৎস্বভাবপরায়ণঃ।
বর্ত্ততে যো মহাভাগঃ স্বস্বভাবপরো হি সঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ চিদনুশীলনং নাম দ্বিতীয়োঽনুভবঃ ॥

যে মহাভাগ জীব মায়ার জড়াধারে অবস্থিত হইয়াও চিৎস্বভাবপরায়ণ হন, তিনি স্ব-স্বভাবপরায়ণ। অতএব মায়াত্যাগের অধিকারী।

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি-গ্রন্থে চিদনুশীলন নামক দ্বিতীয় অনুভব।

সমাপ্ত